উত্তরবঙ্গ

পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে মমতার হাতে চিঠি প্রৌঢ়ের

জলপাইগুড়ি ব্যুরো, ১০ জুলাই ঃ এলাকার পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে এক প্রৌঢ় সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে চিঠি তুলে দিলেন। রাজেন রায় নামে ওই ব্যক্তি জলপাইগুড়ির পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তেলিপাড়ার বাসিন্দা। মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবার উত্তরকন্যা থেকে কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধায় সরকারি অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন। সেই সময় জলপাইগুড়ি গোশালা মোড় এলাকায় রাজেনবাবু তাঁর চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। চ্যাংরাবান্ধায় প্রশাসনিক বৈঠকের আগে মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ি প্রধান মহাদেব রায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের ক্রান্তি ব্লক কার্যকরী সভানেত্রী করুণা চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মৌলানি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে ৫০ শয্যার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নীত করার দাবির পাশাপাশি মৌলানিতে একটি বালিকা বিদ্যালয়, স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প, ও নেওড়া নদীতে সেতুর দাবি জানান।

এবারের উত্তরবঙ্গের সফরসূচিতে মুখ্যমন্ত্রীর জলপাইগুড়িতে কোনো সরকারি কর্মসূচি না থাকলেও জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে এদিন তিনি উত্তরকন্যা থেকে চ্যাংরাবান্ধা যান। মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে এদিন সকাল থেকেই জাতীয় সড়কের দু-পাশে দলীয় সমর্থক ও সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল। ধামসা মাদল নিয়ে গোশালা মোড়ে স্থানীয় একটি চা বাগানের শ্রমিকরাও হাজির হয়েছিলেন। বেলা ১টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের পাইলট ভ্যানটিকে হুটার বাজিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মোড়ের দিক থেকে গোশালা মোড়ের দিকে দ্রুতগতিতে ছুটে আসতে দেখা যায়। সেটির পিছনেই একটি বড়ো গাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। হঠাৎই পুলিশকর্মীদের ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়। এক ব্যক্তিকে মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ির সঙ্গে ছুটতে দেখা যায়। মমতাকে কিছু একটি দিতেও তাঁকে দেখা যায়। পুলিশকর্মীরা যখন তাঁকে ধরে মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ির পাশ থেকে সরিয়ে দেন ততক্ষণে তিনি নিজের কাজটি সেরে ফেলেছেন। জানা যায়, রাজেন রায় নামে ওই ব্যক্তি তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থক। পাহাড়পুর এলাকার পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে এদিন সরাসরি চিঠি দেন। মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে দেখতে চান বলেও চিৎকার করে জানিয়ে দেন। মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় গোশালা মোড় পার হতেই সবাই তাঁকে ঘিরে ধরেন। প্রথমে পুলিশের ধমকে কিছুটা ঘাবড়ে গেলেও নিজেকে সামলে রাজেনবাবু বলেন, 'আমাদের পাহাড়পুর এলাকায় বহুদিন ধরেই পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। আয়রনযুক্ত জল খেয়ে অনেকেই পেটের রোগে ভুগছেন। বর্তমানে অনেকেই পানীয় জল কিনে খান। কিন্তু গরিবদের অনেকে জল কিনে খেতে পারেন না। সমস্যার বিষয়ে জেলা প্রশাসনের কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। এই রাস্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যাবেন জেনে সমস্যার বিষয়টি সরাসরি তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। পানীয় জল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়ার জন্য চিঠিটি সোমবার রাতেই লিখে রেখেছিলাম। এলাকার সমস্যার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিতে পেরে ভালোই লাগছে। মুখেও তাঁকে সমস্যার বিষয়টি জানিয়েছি। উনি আমাকে আশ্বস্ত করেছেন।' পাহাড়পুর এলাকার বাসিন্দা কল্পনা রায় বলেন, 'আশা করছি এবারে পানীয় জলের সমস্যা মিটবে।' জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের সভাধিপতি নুরজাহান বেগম বলেন, 'জেলার ২৭টি এলাকার জন্য পানীয় জলপ্রকল্পের প্রস্তাব পাঠানো রয়েছে। তার মধ্যে পাহাড়পুরেরও উল্লেখ রয়েছে।'

এদিন ময়নাগুড়ি রোড এলাকায় জমি বাঁচাও কমিটির সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীকে দাবিপত্র দেবেন বলে স্থির করেছিলেন। কিন্তু আগে থাকতেই পুলিশ তাঁদেরকে সরিয়ে দেয়। মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় ময়নাগুড়ির জল্পেশ মোড়ে দাঁড়ালে সেখানে দলীয় নেতা শশাঙ্ক রায়বসুনিয়া তাঁকে উত্তরীয় দিয়ে বরণ করেন। তৃণমূল কর্মী জিতু আগরওয়াল ময়নাগুড়ির আসাম মোড় এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীর হাতে পাথরের লোকনাথ মূর্তি তুলে দেন।

মুখ্যমন্ত্রীর হাতে চিঠি তুলে দিচ্ছেন রাজেন রায়। ছবি ঃ সমীর

হাসপাতালে হামলার বিবরণ চায় স্বাস্থ্য দপ্তর

নাগরাকাটা, ১০ জুলাই ঃ গাফিলতি থাক বা নাই থাক রোগীর মৃত্যু হলেই এ রাজ্যের ছোটো-বড়ো হাসপাতাল, এমনকি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতেও এখন ডাক্তার-নার্স নিগ্রহ কার্যত রুটিনে পরিণত হয়েছে। হামেশাই শোনা যায় হাসপাতাল ভাঙচুরের কথাও। বহু ক্ষেত্রে কারণ ছাড়াই এসব চলে বলে অভিযোগ স্বাস্থ্য দপ্তরের। সুনির্দিষ্ট আইনের দাওয়াই থাকলেও এমন প্রবণতা যে ক্রমশ বাড়ছে তা অস্বীকার করছেন না দপ্তরের কর্তারা। সেই কারণে এখন থেকে হাসপাতালে হিংসার প্রতিটি ঘটনার রেকর্ড রাখার পাশাপাশি এ ব্যাপারে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা নজরদারির আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। সম্প্রতি রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতাল সহ ব্লকগুলির দায়িত্বে থাকা স্বাস্থ্য আধিকারিকদের এব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য ভবন। রেকর্ড সংরক্ষণ এবং তা নির্দিষ্ট ফর্ম্যাটে দপ্তরের কাছে পাঠাতে বলা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রেই জানা যাচ্ছে, হিংসার কোনো ঘটনা ঘটলে তার তথ্য তিনদিনের মধ্যে যে সুনির্দিষ্ট প্রোফর্মায় ই-মেল করতে হবে তাতে নানা বিষয় রয়েছে। যেমন যে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে ঘটনাটি ঘটেছে তার নাম, জেলা, ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পুলিশের কাছে এফআইআর করা হয়েছে কিনা, করা হয়ে থাকলে এইআইআর-এর নম্বর ও তারিখ, অভিযুক্ত ও নিগ্রহের শিকার ডাক্তার বা কর্মীদের নাম, পুলিশ কী পদক্ষেপ করেছে, অভিযুক্ত গ্রেফতার হয়েছে কিনা, যদি পুলিশে অভিযোগ দায়ের না হয়ে থাকে তবে প্রশাসনিক কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, এমন নানা তথ্য উল্লেখ করা থাকছে। প্রোগ্রেসিভ ডক্টরস্ অ্যাসোসিয়েশন-এর উত্তরবঙ্গের কোঅর্ডিনেটার তথা ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন-এর জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক ডাঃ সুশান্ত রায় বলেন, 'হাসপাতালের ডাক্তার ও কর্মীদের নিগ্রহ করেও অনেকে পার পেয়ে গিয়েছে, এমন নজির রয়েছে। যে কারণে আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে শীর্ষস্তর থেকে যাতে বিষয়টি দেখা হয়, সেই দাবির কথা জানিয়েছিলাম। তাতে সাড়া দিয়ে দপ্তর যে পদক্ষেপ করেছে তা এক কথায় বলিষ্ঠ।' শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস প্রভাবিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন-এর রাজ্য কমিটির মেন্টর গ্রুপের আহ্বায়ক মনোজ চক্রবর্তী বলেন, 'এবারে আর হাসপাতালগুলিতে যে কেউ যা খুশি করে পার পাবে না বলেই আমরা মনে করি। সরকার এব্যাপারে যে অবস্থান কড়া করতে চলেছে তা পরিষ্কার। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।' রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ অজয় চক্রবর্তী বলেছেন, 'হাসপাতালে হিংসার ঘটনাগুলি প্রতিহত করতে দপ্তরের সম্পূর্ণ নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। সে কারণেই প্রতিটি হাসপাতালকে হিংসা সংক্রান্ত রিপোর্ট পাঠাতে বলা হয়েছে। ঘটনার পর যাবতীয় বিষয় পর্যালোচনা করে পদক্ষেপ করা হবে।'

চলতি মাসেই চালু হতে পারে সিএসআই ব্যবস্থা

নকশালবাড়ি, ১০ জুলাই ঃ গ্রাহকদের উন্নত পরিসেবা দিতে ডাকবিভাগের পুরোনো সমস্ত পদ্ধতি বদলে ফেলা হচ্ছে। ডাকবিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, জুলাই মাসের মধ্যেই দার্জিলিং জেলার সমস্ত ডাকঘরে কোর সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন (সিএসআই) পদ্ধতি চালুর সম্ভাবনা রয়েছে। পুরোনো পদ্ধতির আমূল বদল করে এই পদ্ধতি চালু করা হবে। সমস্ত ডাক পরিসেবাকেই সিএসআই ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসা হবে। বর্তমানে দার্জিলিং জেলায় দুটি হেড পোস্ট অফিস, ৭০টি সাব পোস্ট অফিস এবং ১৫১টি ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস রয়েছে। সমস্ত ডাকঘরেই এই ব্যবস্থাটি চালু হবে। এই পদ্ধতি চালুর পর কেভিপি, এনএসসি, এমআইএস, রেকারিং ডিপোজিট, পিপিএফ ছাড়াও ডাককর্মীদের চাকরি সংক্রান্ত সমস্ত কাজ এবং ডাক পরিসেবা সংক্রান্ত সমস্ত কাজ এই পদ্ধতির মাধ্যমেই হবে। পুরোনো ব্যবস্থার সবকিছুই বদলে অনলাইন ব্যবস্থায় নিয়ে আসতে এই ব্যবস্থাটি চালু করা হচ্ছে। এজন্য নতুন সফটওয়্যার চালু করা হবে। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ডাকবিভাগের উত্তরবঙ্গ রিজিওনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অনিমেষ দাস বলেন, 'ডাক পরিসেবাকে আধুনিক করতে কোর সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন ব্যবস্থায় সমস্ত পরিসেবাকেই অনলাইনের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। চলতি মাসের যেকোনো সময় এটি চালু হয়ে যেতে পারে। এই পরিসেবা চালুর জন্য আমরা প্রস্তুত রয়েছি।' ইনটারনেট পরিসেবা বন্ধ থাকলে গ্রাহকরা সমস্যায় পড়তে পারেন কিনা বলে প্রশ্ন করা হলে অনিমেষবাবু বলেন, 'ইনটারনেট পরিসেবা বন্ধ থাকলেও গ্রাহকদের যাতে খুব একটা সমস্যা না হয় সেজন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

গাফিলতিতে মৃত্যুর অভিযোগ

রাজগঞ্জ, ১০ জুলাই ঃ মঙ্গলবার রাতে চিকিৎসায় গাফিলতিতে ফুলবাড়ির এক বেসরকারি হাসপাতালে এক যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ উঠল। জানা গিয়েছে, এদিন মজিবুল রহমান (৩০) নামে এক যুবককে ওই হাসপাতালে ভরতি করা হয়। তাঁর দাদা সর্জন আলির অভিযোগ, ওই বেসরকারি হাসপাতালের উলটোদিকেই তাঁদের বাড়ি। এদিন ভাই অসুস্থ বোধ করায় তাঁকে ওই বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চিকিৎসা না করে তাঁকে অনেকক্ষণ ফেলে রাখে। পরে ভাইয়ের অবস্থার অবনতি হলে কর্তৃপক্ষের তরফে এখানে চিকিৎসা সম্ভব না বলে জানান হয়। কিন্তু ওই হাসপাতাল থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্স চাইলেও দেওয়া হয়নি। এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে রোগীর আত্মীয়রা হাসপাতালে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। যদিও সর্জন বলেন, 'তখন নিজেরাই অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে ভাইকে শিলিগুড়ি নিয়ে যাই। কিন্তু দেরি হয়ে যাওয়ায় ভাইকে বাঁচানো যায়নি।' সঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু করলে তাঁর ভাইয়ের মৃত্যু হত না বলে তাঁর দাবি। সূত্রের খবর, ওই যুবককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁর মৃত্যু হয়। পরে মৃতদেহ নিয়ে ফিরে এসে তাঁর আত্মীয়রা আবারও ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। পরে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ এবং নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। যদিও ভাঙচুরের বিষয়ে সর্জন বলেন, 'আমি ভাইকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। কেউ ক্ষিপ্ত হয়ে ভাঙচুর করেছে কি না জানা নেই।' তবে বিষয়টি নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

মাছ চাষ নিয়ে আলোচনা

চোপড়া, ১০ জুলাই ঃ চোপড়ায় অবস্থিত উত্তর দিনাজপুর জেলা কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্রের উদ্যোগে আলোচনাচক্রের মধ্য দিয়ে জাতীয় মৎস্য চাষি দিবস পালিত হল মঙ্গলবার। আলোচনাচক্রে এদিন চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন এলাকার ৫০ জন মৎস্যচাষি অংশ নেন। মৎস্য বিশেষজ্ঞরা মাছ চাষের তাৎপর্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোকপাত করেন। পাশাপাশি এদিন কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্রের পুকুরে এলাকার বিলুপ্তপ্রায় রাইখর মাছের পোনা ছাড়া হয়। কেন্দ্রের মৎস্য বিশেষজ্ঞ দেবদাস শেখর জানান, খুব তাড়াতাড়ি করণদিঘি ব্লকের ফতেপুর গ্রামের বেশ কিছু মৎস্য চাষিকে রাইখর মাছের পোনা বিলি করা হবে। বিলুপ্তপ্রায় রাইখরের ডিম সংগ্রহ করে ইতিমধ্যেই ছোটো পোনা তৈরি করা হয়েছে। কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্রের প্রধান ডঃ ধনঞ্জয় সান্যাল বলেন, ১৯৫৭ সালের ১০ জুলাই ডঃ হিরালাল চৌধুরির নেতৃত্বে প্রথম প্রণোদিত প্রজনন স্বার্থক লাভ করে। তাই পরবর্তীতে এই দিনটিকে ভারত সরকার জাতীয় মৎস্যচাষি দিবস হিসেবে মান্যতা দিয়েছে। প্রত্যেক বছরের মতো এবারও মৎস্যচাষিদের নিয়ে এই দিনটি পালন করলেন তাঁরা।

মহিলার ঘরে ঢুকে হামলা জমি দালালদের

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই ঃ ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকায় জমি মাফিয়াচক্রের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী কড়া বার্তা দেওয়ার পর ২৪ ঘণ্টাও কাটল না। ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন হাতিয়াডাঙ্গায় নিজের জমিতে বাড়ি তৈরির 'অপরাধে' এক মহিলাকে ঘর থেকে টেনে বের করে বেধড়ক মারধর করল স্থানীয় দালালরা। আরও অভিযোগ, হাতিয়াডাঙ্গা ও সংলগ্ন এলাকার চারজন ওই মহিলার শ্লীলতাহানি করে। গাড়ি করে একদল মহিলাকেও নিয়ে আসে ওই দালালরা। তারাও ওই মহিলার উপর অত্যাচার চালায়। তাঁর ঘরের বাসনপত্র ছুড়ে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। যদিও পুলিশ আসার পর সরে পড়ে দালালরা। বিষয়টি আশিঘর পুলিশ ফাঁড়িতে জানানোর পর পুলিশ এসে ওই মহিলাকে ফের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সোমবার উত্তরকন্যায় জলপাইগুড়ি জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকার কথা উঠতেই যখন ভক্তিনগর থানার আইসি অনুপম মজুমদার ও এনজেপি থানার ওসি অনির্ণ ভট্টাচার্য উঠে দাঁড়ান, দুজনকেই মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি জিজ্ঞাসা করেন, ওই এলাকায় জমি মাফিয়ারাজ চলছে কিনা? জমি দখল হচ্ছে কিনা? আইসি, ওসি এর উত্তরে বলেন, 'না, সব ঠিক আছে'। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'জমি মাফিয়া কাউকেই ছাড়া হবে না। কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে এদের বিরুদ্ধে।' আইসি এবং ওসি দুজনেই ঘাড় নেড়ে নির্দেশ পালনের কথা জানান।

মুখ্যমন্ত্রীর বার্তার পরে ২৪ ঘণ্টাও কাটেনি। ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত হাতিয়াডাঙ্গায় কমলা মণ্ডল নামে ওই মহিলাকে ঘর থেকে বের করে তাঁর বাসনপত্র বাইরে ছুড়ে ফেলা হয়েছে। অভিযোগ, ওই মহিলাকে মারধরও করে দালালরা। কমলাদেবীর অভিযোগ, '৯ বছর আগে হাতিয়াডাঙ্গায় তিন কাঠা জমি কেনার পর গত ৩০ জুন সেখানে ঘর তৈরির কাজ শুরু করি। কয়েকদিন সব ঠিকঠাক থাকলেও সোমবার রাতে আমি যখন ওই জমিতে থাকা টিনের ঘরে বসে কাজ করছিলাম তখন লালন রায়, প্রদীপ চৌধুরি, সুব্রত সরকার, রণজিৎ ঘরামি সহ বেশ কয়েকজন ধারালো অস্ত্র নিয়ে আমার ঘরে ঢুকে পড়ে। আমাকে মারধর ও শ্লীলতাহানি করে তারা। আমার কাছে থাকা প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা, গলায় থাকা সোনার হার নিয়ে নেয়। তারা বলে, আমি যেই জমিতে ঘর তুলছি, সেই জমিটি নাকি তাদের। তাদের কাছে নাকি জমির কাগজও রয়েছে। ওই দালালদের সঙ্গে গাড়ি ভাড়া করে কয়েকজন মহিলাও আসে। তারাও আমাকে মারধর করে।'

> ৯ বছর আগে হাতিয়াডাঙ্গায় তিন কাঠা জমি কেনার পর গত ৩০ জুন সেখানে ঘর তৈরির কাজ শুরু করি। সোমবার রাতে আমি যখন ওই জমিতে থাকা টিনের ঘরে বসে কাজ করছিলাম তখন লালন রায়, প্রদীপ চৌধুরি, সুব্রত সরকার, রণজিৎ ঘরামি সহ বেশ কয়েকজন ধারালো অস্ত্র নিয়ে আমার ঘরে ঢুকে পড়ে। আমাকে মারধর ও শ্লীলতাহানি করে তারা।
>
> *– কমলা মণ্ডল, অভিযোগকারিণী*

কমলাদেবী বলেন, 'এরপর আমি থানায় গেলে পুলিশ আমাকে ফের ঘরে নিয়ে আসে। পুলিশ আসা পর্যন্ত ওই দুষ্কৃতীরা আমার ঘরের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। যদিও পুলিশ এসে ওদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। মুখ্যমন্ত্রী দালালরাজের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে বলেছেন পুলিশকে। আমি আশাবাদী, পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে ও আমি এখানে শান্তিতে বসবাস করতে পারব।'

বিষয়টি নিয়ে আশিঘর পুলিশ ফাঁড়ির পক্ষ থেকে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

দুলালজোতে হাতির হানা

খড়িবাড়ি, ১০ জুলাই ঃ লাগাতার হাতির হানায় দিশেহারা টুকুরিয়া বনাঞ্চল সংলগ্ন বুড়াগঞ্জ ও রানিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ। সোমবার রাতে টুকুরিয়া বনাঞ্চলের ২৬টি হাতির একটি দল ঢুকে পড়ে দুলালজোত গ্রামে। মাঠের ফসল না থাকায় লোকালয়ে হাতির দল ঢুকে পড়ায় আতঙ্কিত মানুষ। রাত ১২টা নাগাদ হাতির দলটি ৩১সি জাতীয় সড়কের পাশে দুলালজোত গ্রামে ঢুকে কলাগাছ, শাকসবজি ও ভুট্টা সাবাড় করে। খবর পেয়ে বনকর্মীরা এসে হাতির দলটিকে তাড়ানোর জন্য পটকা ফাটান, রকেট (বাজি) ছোড়েন। হাতির দলটি উত্তেজিত হয়ে একটি বাড়ির আংশিক ক্ষতি করে।

টুকুরিয়ার রেঞ্জার এস নার্জিনারি জানান, জমির ফসল শেষ হয়ে যাওয়ায় হাতিগুলি লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। হাতির দলটিকে তাড়িয়ে টুকুরিয়া বনাঞ্চলে নিয়ে আসা হয়েছে। বর্তমানে টুকুরিয়া বনাঞ্চলে প্রায় ৩৫ হাতির দলটি রয়েছে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কথা ভেবে দলটিকে বাগডোগরা বনাঞ্চলে পাঠানোর জন্য মঙ্গলবার থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আবেদনের ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সরকারি নিয়মে সাহায্য দেওয়ার আশ্বাস দেন রেঞ্জার। **– সংবাদ নিউজ সার্ভিস**

অশান্তির জন্য বিরোধীদের দুষলেন শুভেন্দু

ইসলামপুর, ১০ জুলাই ঃ চোপড়ার রাজনৈতিক হানাহানি এবং অশান্তির জন্য বিরোধী দলগুলি ও প্রশাসনের একাংশকে দুষলেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার রায়গঞ্জ যাওয়ার পথে ইসলামপুর সার্কিট হাউসে দলের নেতাদের সঙ্গে তিনি ঘণ্টাখানেক বৈঠক করেন। সেসময় তিনি বলেন, 'চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমানকে দুর্বল করতে বিরোধীরা জোট বেঁধে এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করছে। এই বিরোধীরাই এক সময় চোপড়ায় বিমল গুরুংকে ঢুকিয়েছিল। তবে এলাকার সাধারণ মানুষ এর জবাব গত পঞ্চায়েত ভোটে বিরোধীদের দিয়েছেন, আগামীতেও দেবেন।' তাঁর দাবি, আগের তুলনায় চোপড়া এখন শান্ত। তবে দাসপাড়া ও লক্ষ্মীপুরে সমস্যা রয়েছে। ২১ জুলাইয়ের পর ওই এলাকায় শান্তির আহ্বান জানিয়ে আমি জনসভা করব। বিরোধীদের এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশ কায়েম করার ছক বানচাল করা হবে। শুভেন্দুর বক্তব্য, চোপড়ায় এই পরিস্থিতি তৈরি হত না। প্রশাসনের একাংশের উদাসীনতার জেরেই সমস্যা জটিল আকার নিয়েছিল। এদিন সার্কিট হাউসে দলের সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে ইসলামপুরের বিধায়ক কানাইয়ালাল আগরওয়াল ও ইসলামপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি জাকির হুসেনের সঙ্গে তিনি আলোচনা করেন। শুভেন্দু এদিন চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমানকে এলাকার সাধারণ মানুষের মসিহা বলে দাবি করেন। তাঁর দাবি, হামিদুলকে বদনাম করতে বিরোধীরা মিথ্যা মামলার আশ্রয় পর্যন্ত নিয়েছে।

ফিরলেন রজনী

বাগডোগরা, ১০ জুলাই ঃ প্রায় এক মাস পাহাড়ে শুটিং শেষ করে মঙ্গলবার দক্ষিণ ভারতে ফিরলেন রজনীকান্ত। এদিন দুপুরে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে চেন্নাইয়ের উদ্দেশে রওনা দেন তিনি। গত মাসের প্রথম সপ্তাহে বাগডোগরা হয়ে কার্সিয়াংয়ে যান রজনীকান্ত। শুটিংয়ের সরঞ্জাম নিয়ে সহকারীরা দুই-একদিনের মধ্যে ফিরে যাবেন বলে জানা গিয়েছে।

ছয় মাস বেতন না মেলায় ফের আন্দোলনে পাম্প অপারেটররা

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই ঃ শিলিগুড়ির বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত পাম্প অপারেটররা ছয় মাস বেতন পাচ্ছেন না। ফলে তাঁরা এভাবে আর কতদিন পরিসেবা চালু রাখবেন তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। মাসের পর মাস বেতন না পেয়ে ক্ষুব্ধ কর্মীদের অনেকেই কাজে অনীহা প্রকাশ করছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, সিপিএম পরিচালিত মহকুমা পরিষদ এবং পঞ্চায়েতগুলির অনীহার জেরেই পাম্প অপারেটররা বেতন পাচ্ছেন না। অন্যদিকে মহকুমা পরিষদের বক্তব্য, রাজ্য সরকার টাকা দিচ্ছে না। অন্য তহবিল থেকে টাকা দেওয়ার ব্যাপারেও নির্দেশ দিচ্ছে না।

দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক জয়শী দাশগুপ্ত বলেন, 'কোন তহবিল থেকে বেতনের টাকা দেব সে ব্যাপারে জানতে চেয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরকে চিঠি পাঠিয়েছি। নির্দেশ এলেই কর্মীদের বেতনের টাকা দিতে পারব।'

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর দীর্ঘদিন ধরেই মহকুমার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প চালিয়ে আসছে। রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় চলা এই প্রকল্পগুলি ২০১৬ সালে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর। সেইমতো শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকাতেও ২৪টি প্রকল্পের মধ্যে ১৮টি প্রকল্প গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে হস্তান্তরিত করা হয়। ১৮০ জন পাম্প অপারেটর এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। দু-বেলা সময়মতো জল দেওয়া, পাম্প মেরামতি সহ পুরো কাজটাই এই অপারেটররা দেখাশোনা করেন।

অভিযোগ, প্রথম থেকেই কর্মীদের বেতন দেওয়া নিয়ে নানান টালবাহানা চলছে। সরকারি নির্দেশ মেনে দায়িত্ব হস্তান্তরিত হলেও কর্মীদের বেতন কোন তহবিল থেকে দেওয়া হবে সে ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট নির্দেশিকা নেই বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর। পাম্প অপারেটররা কখনও বামপন্থী আবার কখনও ডানপন্থী রাজনৈতিক দলের ব্যানারে বেতনের দাবিতে একাধিকবার আন্দোলনে নেমেছেন। গত বছরের শেষদিকে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা বেদব্রত দত্তর নেতৃত্বে কয়েকজন পাম্প অপারেটর কলকাতায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী-আমলাদের সঙ্গে দেখা করে পুরো বিষয়টি জানান। এরপর দপ্তর থেকে বেতন বাবদ ৩০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। সেই টাকায় ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বকেয়া বেতন মেটানো হয়। কিন্তু তারপর আবার বেতন বন্ধ। এই অবস্থায় পাম্প অপারেটররা ফের আন্দোলনের রাস্তায় হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বেতন না পেলে তাঁরা কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছেন।

তৃণমূল কংগ্রেসের শিলিগুড়ি টাউন (২) কমিটির সভাপতি বেদব্রতবাবু বলেন, 'সিপিএম পরিচালিত মহকুমা পরিষদ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সদিচ্ছার অভাবেই কর্মীরা টাকা পাচ্ছেন না। এতগুলি পরিবার এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। তাই আমরাও চাই দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হোক।' শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি তাপস সরকার বলেন, 'বেতনের জন্য বারবার রাজ্য সরকারকে চিঠি লিখছি। আমরা এটাও বলেছি যে চতুর্দশ অর্থ কমিশন বা অন্য কোনো তহবিল থেকে বেতন দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ দেওয়া হোক। কিন্তু সরকারিভাবে সেই নির্দেশ আসছে না বলে কিছু করা যাচ্ছে না।'

সেগুন কাঠ সহ ট্রাক আটক

বাগডোগরা, ১০ জুলাই ঃ প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের চোরাই সেগুন কাঠের লগ সহ একটি ট্রাক আটক করল বিধাননগর তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ। ট্রাকের চালক পলাতক।

ফাঁসিদেওয়া থানার অধীন বিধাননগর তদন্ত কেন্দ্রের ওসি সুমন কল্যাণ জানান, সূত্র মারফত তাঁরা খবর পান, বিপুল পরিমাণ কাঠ নিয়ে একটি ট্রাক বিধাননগরের দিকে আসছে। সেই খবরের ভিত্তিতে সোমবার সন্ধ্যা থেকে পুলিশের একটি দল ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে নজরদারি শুরু করে। মাঝরাতে রাজস্থান নম্বরের ১৪ চাকার ট্রাকটি দ্রুতগতিতে যাওয়ার সময় সন্দেহ হয়। পুলিশ ট্রাকটির পিছু ধাওয়া করলে বিধাননগরের একটি পেট্রোল পাম্পের সামনে ট্রাকটিকে ফেলে চালক পালিয়ে যায়। ট্রাক থেকে ১৭৮টি সেগুন কাঠের লগ আটক করা হয়।

দুই মাস আগেও একটি ট্রাক বোঝাই বহু পরিমাণ চোরাই সেগুন কাঠ আটক করেছিল বিধাননগর তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ। ফের এত চোরাই সেগুন কাঠ উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। **– সংবাদ নিউজ সার্ভিস**

ডাম্পার উধাও

রাজগঞ্জ, ১০ জুলাই ঃ ফুলবাড়ি সীমান্তে একটি ডাম্পার উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ডাম্পারের মালিক অর্জুন ঘোষ নিউ